তাবলীগ : ৪

মাওলানা সাদ সাহেবের একটি

বিতর্কিত তাফসির

মাওলানা হাবিবুর রহমান আযমি
উসতাযুল হাদিস
দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাওলানা সাদ সাহেবের একটি
বিতর্কিত তাফসির

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মাওলানা সাদ সাহেবের একটি
বিতর্কিত তাফসির

সংকলন
মাওলানা হাবিবুর রহমান আযমি হাফিযাহুল্লাহ
উসতাযুল হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৭ ঈ.
রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং প্রগতি প্রিন্টিংপ্যালেস, কাঠালবাগান, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎: 02 988 15 32
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
বর্ণবিন্যাস : মাদিনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ৬০ [ষাট] টাকা মাত্র

MAOLANA SAD SAHEBER
EKTI BITORKITO TAFSIR
Published by : Maktabatul Asad. Ashulia, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 60.00 US $ 10.00 only.

সূ চি

প্রাককথা ৭
কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ১০
সূরা আরাফের আলোচিত আয়াতের তাফসির ১২
বনি ইসরাঈলের মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন ১২
কেন এই চৈন্তিক অধঃপতন? ১২
সূরা তোয়াহার মাঝে আলোচিত ঘটনার তাফসির ১৯
একটি জরুরি বিশ্লেষণ ১৯
১. ইমাম মুজতাহিদ হাফেয ইবনে জরির তবারির তাফসির ২০
২. ইমাম বাগাভি [মৃত ৫১৬ হি.] এর তাফসির ২১
৩. ইমাম আবু আবদুল্লাহ কুরতুবির তাফসির ২২
৪. ইমাম ইবনে কাসির [মৃত ৭৭৪ হি.] এর তাফসির ১৩
৫. আল্লামা কাযি বাইদাবি [মৃত ৬৯১ বা ৬৮৫ হি.] এর তাফসির ২৪
৬. আবু সাঊদ আম্মাদি [মৃত ৯৮২ হি.] এর তাফসির ২৬
৭. জালালাইনের তাফসির ২৮
আবদুস সালাম কাসেমি গাজিয়াবাদি কর্তৃক
উপস্থাপিত প্রমাণাদি কতটুকু সঠিক? ৩০
ফতোয়ার আবেদনে কী ছিল? ৩০
এবার দৃষ্টি দিই ৩০
প্রথম দলিল কি আসলেই সঠিক? ৩১
দ্বিতীয় দলিলটি কতটুকু সত্য? ৩৬
তৃতীয় দলিল ৩৭
চতুর্থ দলিল ৩৭
পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দলিলের বিশ্লেষণ ৪০
অষ্টম দলিল কতুটুকু সঠিক ৪২
মাআরিফুল কুরআন (ইদরিসি) এর ইবারত ৪৫

প্রাককথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

সোশাল মিডিয়া ও ইন্টারনেইটে কয়েক সপ্তাহ ধরে 'মাওলানা আবদুস সালাম কাসেমি গাজিয়াবাদি সমীপে ফতোয়া প্রার্থনা' নামে একটি নিউজ ভাইরাল হয়েছে। সেখানে মাওলানা সাদ কান্ধলভি সাহেবের একটি বয়ান, যা তিনি ১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরি/১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ ই. বাদ ফজর নিযামুদ্দিনে আলোচনা করেছিলেন। ওই বয়ানে তিনি বলেছেন—

> 'হযরতের বিভিন্ন মালফুযাত (বাণী) থেকে জানা যায় যে, যতগুলো ফরয কাজ রয়েছে, যতগুলো সুন্নত কাজ রয়েছে, আল্লাহর যতো বিধান রয়েছে, এগুলোর মধ্য হতে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'-ই সবচেয়ে উঁচু কাজ। কেননা দাওয়াতের এই ফরয দায়িত্ব পালন করার ওপর দ্বীনের সবগুলো শাখার পুনরুজ্জীবন নির্ভর করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দ্বীনের সবগুলো শাখাকে বাঁচিয়ে রাখা দাওয়াহ ইলাল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। দাওয়াত ছেড়ে দেওয়াই উম্মাহর গুমরাহির নিশ্চিত কারণ। এমনকি তিনি এ কথা পর্যন্ত লিখেছেন যে, মুসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যে নিভৃতে ইবাদতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পুরো জাতিকে পেছনে ফেলে চলে যান। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى। উত্তরে মুসা আলাইহিস সালাম নিবেদন

> করেন, তারা পেছনে রয়ে গেছে। আমি আপনাকে রাজি করার জন্যে এগিয়ে এসেছি। (মনোযোগ সহকারে কথাটি শুনবেন) আল্লাহ বলেন, হে মুসা, আমি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার জাতিকে ফেতনা ও পরীক্ষায় ফেলেছি।
>
> উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এর কারণ হলো, মুসা আলাইহিস সালাম জাতিকে সঙ্গে না এনে জাতিকে ছেড়ে একাকী চলে এসেছিলেন। ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। আল্লাহর কুদরত দেখুন, ৬ লক্ষ বনি ইসরাঈল —যারা সবাই হিদায়াতের ওপর ছিল— তাদের মধ্য হতে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল মাত্র চল্লিশ রাতের ছোট্ট সময়ের ভেতর গুমরাহ হয়ে যায়। শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করেননি। (আমি এ কথা বুঝে-শুনে বলছি যে,) শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতের আমল করেননি, ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এই ৪০ রাতের ভেতর ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈলের সবাই সদলবলে বাছুরের ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যায়।...'

মাওলানা সাদ সাহেব এ বয়ান আগেও বারবার করেছেন। যার প্রেক্ষিতে কিছু আলেম বলেন, তাঁর আলোচনার দাগকাঁটা বাক্যটি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ও খোদ আল্লাহর নির্দেশের অমর্যাদা করে। কেননা মুসা আলাইহিস সালাম নিজ থেকে নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত মিক্বাতে গিয়েছিলেন। কাজেই এ কথা বলা যে, 'মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত ত্যাগ ও ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার কারণে স্বজাতি গুমরাহ হয়েছিল' এটা নিঃসন্দেহে একজন সুমহান প্রত্যয়ী নবীর মর্যাদার সঙ্গে অবমাননাকর। নবি-রাসুল আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে এ ধরনের বেয়াদবি অত্যন্ত বিপদজনক।

ভাইরাল হওয়া ওই নিউজে মাওলানা আবদুস সালাম কাসেমি গাজিয়াবাদি সমীপে প্রদত্ত ফতোয়ার আবেদন ও এর সঙ্গে মাওলানা সাদ সাহেবের সমর্থনে প্রদত্ত তাফসিরি উদ্ধৃতিগুলো যুক্ত করা হয়েছে।

এ বইয়ে আসল ঘটনাটি সূরা আ'রাফ ও সূরা তোয়াহার সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য তাফসিরগ্রন্থের আলোকে স্পষ্ট করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মাওলানা আবদুস সালাম গাজিয়াবাদি মাওলানা সাদ সাহেবের পক্ষে যে দলিলগুলো পেশ করেছেন, সেগুলোও নিরীক্ষণ করা হয়েছে। আশা করি, যারা মূল সত্য জানতে চান, তাদের জন্যে এ বই হিদায়াতের মাধ্যম হবে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বিষয়

১. গুনাহের সংজ্ঞা : নিজ ইচ্ছায় আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা।

২. আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম গুনাহ মুক্ত—নিষ্পাপ। এটাই আহলে সুন্নাহর সর্বস্মত আকিদা ও বিশ্বাস। এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য অভিমত হলো, তাঁরা গুনাহে সগিরা থেকেও নিষ্পাপ। উলামায়ে দেওবন্দের আদর্শ হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুঈ রহ. তাঁর বেশ কিছু রচনার মাঝে প্রমাণ সহকারে এই প্রণিধানযোগ্য অভিমত আলোচনা করেছেন।

৩. আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, তাঁদের পদমর্যাদার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। তাফসিরের গলি-ঘুপচির বর্ণনা বা ইসরাঈলি বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে তাঁদের দিকে এমন কোনো বিষয় যুক্ত করা জায়েয নয়, যা কোনোভাবে তাঁদের অমর্যাদা করে।

৪. তাফসিরের সবগুলো কিতাব 'আকিদা ও আহকাম' এর ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়; বরং সেগুলোর মাঝে বিভিন্ন স্তর রয়েছে—

ক. এক্ষেত্রে শুধু হকপন্থী উলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য ও সত্যায়িত কিতাবই উপকারী।

খ. হকপন্থী আলেমদের যেসকল তাফসিরগ্রন্থে ইসরাঈলি বর্ণনা ও দুর্বল অভিমত যত বেশি পরিহার করা হয়েছে, নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে সে গ্রন্থ তত বেশি এগিয়ে থাকবে।

৫. হকপন্থী সুফিয়ায়ে কেরামের তাফসিরগুলো —আলেমদের পরিভাষায় যেগুলোকে 'তাফসিরে ইশারি' বলা হয়— সেই তাফসিরে ইশারি ঘরানার তাফসিরগ্রন্থ থেকেও 'আকিদা ও ফিকহি আহকাম' এর ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া যাবে না, বা কোনো অভিমতের পক্ষে সত্যায়ন হিসেবে দলিল দেওয়া যাবে না। কেননা এগুলোর বিষয়বস্তু হয়ে

থাকে বাতেনি ভাব সম্পর্কিত; অথচ আকিদা ও আমলের প্রমাণ হতে হয় কুরআন ও হাদিসের যাহেরি নস বা প্রকাশ্য আসমানি বিধানের ভিত্তিতে।

৬. বিদআতি ও আত্মপূজারি ঘরানা, যেমন মু'তাযিলা, রাফেযি প্রমুখ ঘরানার তাফসিরি কিতাব দিয়েও বিশেষত আকিদা সংক্রান্ত বিষয়ে দলিল-প্রমাণ দেওয়া সঠিক নয়।

৭. বর্তমান যুগে এমন একটি ফেরকা রয়েছে, যারা যদিও নিজেদেরকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ দাবি করে থাকে; কিন্তু আহলে সুন্নাহর অনেকগুলো মূলনীতি তারা মানে না। এ ফেরকাটি নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে এতটাই গুরুত্ব দিয়ে থাকে যে, এর বিপরীতমুখী হলে তারা শরিয়তের বিভিন্ন মৌলিক বিধানের অপব্যাখ্যা বা বিকৃত করতে দ্বিধা করে না। অনায়াসে বুখারি-মুসলিমের হাদিসকেও এরা 'যঈফ ও মাওযূ' ঠাওরাতে শুরু করে; অথচ উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, এ দুটি কিতাব কুরআন কারিমের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এরা নিজেদের স্বার্থে ইজমাকেও ঠুকরে দেয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন মু'জিযাকেও অস্বীকার করে। ভারতবর্ষের মাটিতে এ ফেরকার পুরোধা হলো, স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান। মিসরে এদের গুরু মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু। যার শীর্ষস্থানীয় শিষ্যদের তালিকায় রয়েছে সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রশিদ রেযা মিসরি ও শায়খ মুহাম্মদ মুসতফা মারাগি। এই ফেরকার সদস্যদের লেখা তাফসিরি বইগুলোও নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই দ্বীনের ক্ষেত্রে এদের ওপর নির্ভরতা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

নোট : তাফসির পড়ার সময় উপরের লক্ষ্যণীয় কথাগুলো মনে রাখলে সবার উপকার হবে, ইনশাআল্লাহ।

সূরা আরাফের আলোচিত আয়াতের তাফসির

বনি ইসরাঈলের মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন

বনি ইসরাঈল যখন নিরাপদে ভূমধ্য সাগর পার হয় এবং নিজ চোখে দেখতে পায় যে, ফরআউন ও তার সৈন্যদল সমুদ্রে ডুবে মরেছে, তাদের লাশগুলো সমুদ্রের উপকূলে ভেসে বেড়াচ্ছে, তখন তারা ফেরআউনি বিপদ কেটে যাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়।

এরপর মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সিনা উপত্যকা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাঁরা এমন একটি সম্প্রদায় অতিক্রম করেন, যারা মূর্তিপূজা করত। মুফাসসিরিনে কেরামের অভিমত হলো, সেই মূর্তি ছিল গাভীর আকৃতি বিশিষ্ট। তখন বনি ইসরাঈল এ আব্দার করে বসে যে,

"اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ"

কেন এই চৈন্তিক অধঃপতন?

বনি ইসরাঈল যদিও ছিল নবি-রাসূলদের সন্তান। পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকারসূত্রে যদিও তাদের মাঝে কিছুটা হলেও ধর্মানুভূতি ছিল; কিন্তু শত বছরের দাসত্ব ও মিসরীয় মূর্তিপূজকদের শাসিতাঞ্চলে দীর্ঘ দিনের বসবাসের কারণে চারিত্রিক অধোগতি, প্রত্যয়হীনতা, অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও বিশৃঙ্খলার মত চরম মন্দাভ্যাস তাদের জাতীয় মানসিকতায় পরিণত হয়েছিল। এমন মন্দ মানসিকতার কারণেই তারা এতদিন সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে যেসকল আসমানি দলিল ও মুজিযা দেখতে পেয়েছিল, সেগুলোর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নতুন আব্দার করে বসে। তারা দাবি তোলে, 'ওদের মতো আমাদেরও হাতেগড়া উপাস্য এনে দিন।'

"اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ"

এমন এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটি এবড়ো-থেবড়ো প্রান্তরে হজির হন। তাওরাতে সেই প্রান্তরের অনেকগুলো নাম এসেছে। শোর, সিন ও সিনা ইত্যাকার নামে প্রান্তরটিকে স্মরণ করা হয়েছে। ওই প্রান্তরেরই এক প্রান্তে 'তূর পাহাড়' অবস্থিত।

এই সিনা প্রান্তরে বনি ইসরাঈলের সদস্যদের জন্যে খাবার-দাবারের অলৌকিক আয়োজন করা হয়েছিল। পুরো আয়োজনটি ছিল মুজিযার অনিন্দ্য প্রকাশ। আল্লাহর নির্দেশে সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম একটি পাথরের ওপর নিজ লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। আঘাত মাত্রই পাথরের বুক চিরে পানির বারোটি ঝরনা বেরিয়ে আসে। খাবারের প্রয়োজন মেটাতে প্রতিদিনই 'মান্না ওয়া সালওয়া' অবতীর্ণ হতো। খোলা প্রান্তরে অবস্থানের কারণে সূর্যের প্রখর রোদে যেন কাফেলার কষ্ট না হয়, এজন্যে তাদের মাথার ওপর সবসময় মেঘের সামিয়ানা ছায়া দিতো। তাদের জন্যে এত সব কুদরতি ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূরণের উদ্দেশ্যে যাত্রার উদ্যোগ নেন।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, তাঁর এ যাত্রা ছিল আল্লাহর নির্দেশেই। সেই নির্দেশ পালন করে তিনি সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে আলোচনা ও বনি ইসরাঈলের জন্যে সংবিধান তথা তাওরাত হাসিল করার উদ্দেশ্যে তূর পাহাড় অভিমুখে অভিযাত্রার নিয়ত করেন। এ সময় তিনি বনি ইসরাঈলের সংশোধন ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব হারুন আলাইহিস সালামের হাতে তুলে দিয়ে, তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে, কয়েকজন নির্বাচিত সঙ্গীকে সাথে নিয়ে তূর পাহাড় অভিমুখে রওয়ানা হন।

দেখুন, কুরআন হাকিম এ সম্পর্কে কী বলছে-

১.

সূরা আরাফের **১৪২-১৪৩** নম্বর আয়াতে এসেছে,

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ○ وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ...الآية. (سورة الأعراف : ١٤٢-١٤٣)

ইমাম কুরতুবি রহ. لِمِيقَاتِنَا শব্দের তাফসিরে লিখেছেন, أي في الوقت الموعود (অঙ্গীকৃত সময়ে)। একই অর্থ ইমাম বাগাভি রহ. এ শব্দে বলেছেন, أي الوقت الذي ضربنا له। তাফসিরে মাযহারি গ্রন্থের লেখক এর ব্যাখ্যা করেছেন, أي وقتنا الذي وقتنا له أن أكمله.।

এ আয়াত পরিস্কার বলছে— মুসা আলাইহিস সালাম খোদ নিজের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ের আগে তূর পাহাড়ে পৌঁছেননি; বরং আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার ও নির্দেশ অনুসারে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ে সেখানে পৌঁছেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল, তিনি এই নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর নির্দেশে ইবাদত ও তপস্যায় নিমগ্ন হবেন। মুসা আলাইহিস সালামের এই চল্লিশ দিন আল্লাহর ইবাদতে পুরোপুরি নিমগ্ন থাকাটা খোদ আল্লাহর নির্দেশেরই বাস্তবায়ন ছিল। তিনি এই চল্লিশ দিন স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন, বলেই একজন মহান নবিকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। যেন স্বজাতির মাঝে আত্মশুদ্ধি ও দাওয়াহর কাজ অব্যাহত থাকে।

হযরত হারুন আলাইহিস সালাম নিজেও একজন নির্বাচিত নবি ছিলেন, যদিও বনি ইসরাঈলের জন্যে মুসা আলাইহিস সালামই ছিলেন প্রধান পথপ্রদর্শক। মুসা আলাইহিস সালাম যখন অন্তর্বর্তী সময়ের জন্যে হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে চয়ন করেন, তখন তিনি অবশ্যই পদমর্যাদায় মুসা আলাইহিস সালামের স্থানে উঠে এসেছিলেন। কুরআন কারিম পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, ওই অন্তর্বর্তী সময়ে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম 'আমর বিল মারুফ ও নাহি

আনিল মুনকার-সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ'-এর দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। সূরা তোয়াহায় এসেছে—

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي○ (سورة طه : ٩٠)

হারুন তাদেরকে পুর্বেই বলেছিলেন, হে আমার কওম, তোমরা তো এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। [সূরা তোয়াহা : ৯০]

কাজেই এ কথা বলা কতটুকু সঠিক যে, মুসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে ছেড়ে ইবাদতে ডুবে গিয়েছিলেন। দাওয়াতের আমল ছেড়ে দিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর গোত্রের লোকেরা —যারা সবাই এতদিন হিদায়াতের ওপর ছিল— এখন গুমরাহ হয়ে গেছে। বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখুন।

২.

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর অঙ্গীকার অনুসারে তূর পাহাড়ে যান এবং চল্লিশ দিন রোযা, ইতিকাফ ও অন্যান্য ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার পর কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ওই সময় তিনি আবেগ ও আনন্দের আতিশয্যে বলে বসেন,

رَبِّ أَرِنِيْ أَنْظُرُ إِلَيْكَ.

মুসা আলাইহিস সালামের এই আবেদনের উত্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিস্তারিত উত্তর আসে। এ ধরনের কিছু আলোচনার পর আল্লাহ তাঁকে তাওরাত প্রদান করেন। ওই সময় আল্লাহ ইরশাদ করেন—

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ○ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ... الآية (الأعراف : ١٤٤-١٤٥)

(পরওয়ারদেগার) বললেন, হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। [সূরা আরাফ : ১৪৪-১৪৫]

এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে কি কি নিআমত ও মর্যাদা দিয়েছেন, তার বিবরণ তুলে ধরেছেন। তাওরাত কিতাবের গুরুত্ব ও ব্যাপক উপকারিতার বিষয়টিও ওই আয়াতে উঠে এসেছে।

একটু গভীর মনোনিবেশে ভাবুন, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে হযরত হারুন আলাইহিস সালামের হাতে তুলে দিয়ে চল্লিশ দিনের জন্যে তূর পাহাড়ে গিয়ে নির্জনে গভীর ইবাদতে নিমগ্ন হলেন। তাঁর এই আমল যদি বনি ইসরাঈলের গুমরাহির কারণ হতো তাহলে কি তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সকল নিআমত, পুরস্কার ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারতেন! যার বিবরণ খোদ আল্লাহই ওই আয়াতে বয়ান করেছেন?

সরাসরি কথা বলার এই পরম সৌভাগ্যদান ও তাওরাত প্রদানের পর আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে সংবাদ দিলেন—

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ....

الآية، (الأعراف : ١٤٨)

আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল হাম্বা হাম্বা' শব্দ। [সূরা আরাফ : ১৪৮]

হাফেয ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل، الذي اتخذه لهم السامري..... وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى

[عليه السلام] لميقات ربه تعالى، وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة : { قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ الخ} (تفسير ابن كثير، ج: ٢، صـ: ٣٥٣، سورة الاعراف)

এ পবিত্র আয়াতের একটি অক্ষর থেকেও আকারে-ইঙ্গিতে এ কথা জানা যায় না যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম একাকী তূর পাহাড়ে যাওয়ার কারণেই বনি ইসরাঈল গুমরাহ হয়েছিল; বরং হাফেয ইবনে কাসির রহ. তাঁর তাফসিরে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ওই সময় আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। যে পরীক্ষায় তারা অকৃতকার্য হয়ে সামেরির চক্রান্তের জালে ফেঁসে যায়। তাদের সেই অধোগতির সংবাদ আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহি সালামকে তূর পাহাড়ের উপরই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

৩.

উপরিউক্ত আয়াতে এ বাক্য এসেছে—

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ

আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। [সূরা আরাফ : ১৪২-১৪২]

এ আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝে আসে, প্রথমদিকে তূর পাহাড়ের ওপর ইবাদতের জন্যে ত্রিশ রাতের একটি মেয়াদ নির্ধারিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে আরো দশ দিন বর্ধিত করে চল্লিশ দিনের একটি মেয়াদ নির্ধারিত হয়। কোন্ হিকমতে আল্লাহ এই দশ দিন সংযোজন করেছিলেন, তা কুরআনের কোথাও আলোচিত হয়নি। তাই তো দেখা যায়, মুসা আলাইহিস সালাম যাওয়ার সময় স্বজাতিকে বলে গিয়েছিলেন, আমি ত্রিশ দিন পর ফিরে আসব। কিন্তু ওই ত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন এর সঙ্গে আরো দশ দিন যুক্ত করা হয় তখন মুসা আলাইহিস সালামের ফিরতে অতিরিক্ত দশ দিন দেরি হয়ে যায়। বিলম্বের এই শেষ

দশকটিকে কাজে লাগিয়ে সামেরি বনি ইসরাঈলের মাঝে তার চক্রান্তের জাল ছড়িয়ে দেয়। সে প্রতারণার জালে ফাঁসিয়ে তাদেরকে গোশাবক পূজার মতো মারাত্মক শিরকি কাজে লিপ্ত করে ফেলে। মজ্জাগত চারিত্রিক অধোগতির কারণে বনি ইসরাঈল খুব সহজেই এই ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। কারণ, পূর্ব থেকেই তারা এদিকে আকৃষ্ট ছিল।

ইমাম কুরতুবি লিখেছেন—

وكان موسى وعد قومه ثلاثين يوما ، فلما أبطأ في العشر الزائد ومضت ثلاثون ليلة قال لبني إسرائيل وكان مطاعا فيهم : إن معكم حليا من حلي آل فرعون ..... وكان السامري سمع قولهم {اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف : ١٣٨]. وكانت تلك الآلهة على مثال البقر ؛ فصاغ لهم عجلا جسدا الخ. (الجامع لأحكام القرآن، ج: ٣، صـ: ٢٨٣-٢٨٤)

সূরা আরাফের উপর্যুক্ত আয়াতগুলো বারবার পড়ুন আর গভীর মনোযোগে ভাবুন, এই আয়াতগুলোর কোনো একটি অক্ষরও কি এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, বনি ইসরাঈলের ওই সর্বগ্রাসী গুমরাহি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত পরিত্যাগ ও ইবাদতের নিয়তে একাকী তূর পাহাড়ে গমনের কারণে হয়েছিল?

সূরা তোয়াহার মাঝে আলোচিত ঘটনার তাফসির

এতক্ষণ আমরা সূরা আরাফের উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের গুমরাহির ঘটনার বিশদ বিবরণ নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থসমূহের আলোকে জেনেছি। এখন আসুন—

وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَومِكَ يمُوسَى قَالَ هُمْ أُوْلاءِ عَلَى أَثَـرِي وَعَجِلْـتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّـا قَـدْ فَتَنَّـا قَوْمَـكَ مِـن بَعْـدِكَ وَأَضَـلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (طه : ٨٣-٨٥)

সূরা তোয়াহার এই আয়াতগুলোর ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য তাফসির গ্রন্থসমূহ পড়ে দেখি যে, মুফাসসিরিনে কেরাম এই আয়াতগুলোর তাফসিরে সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিবরণ কীভাবে তুলে ধরেছেন?

একটি জরুরি বিশ্লেষণ

এই আয়াতগুলোর ব্যাপারে তাফসির শাস্ত্রের ইমামগণের বিশ্লেষণমূলক ও ব্যাখ্যামূলক উদ্ধৃতি পেশ করার পূর্বে একটি জরুরি কথা সবার কাছে স্পষ্ট করা সমীচীন মনে করছি। তা হলো, আল্লাহর কালাম কুরআন কারিমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ব্যতিরেকে পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও তাঁর উম্মতদের জীবনচিত্র ও ঘটনাবলি সম্পর্কে যখনই কুরআন কারিম আলোচনা তুলেছে, তখন কোথাও কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সম্পর্কে সবগুলো ঘটনা বিন্যস্ত আকারে এক জায়গায় বয়ান করেনি; বরং সময় ও স্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঘটনার একটি অংশ এক জায়গায়, ওই ঘটনারই বাকি অংশ অন্য জায়গায় তুলে ধরেছে। তদ্রূপ দেখা গেছে,

কুরআন কারিম কোনো জাতি বা ব্যক্তির একটি ঘটনাই বারবার আলোচনা করেছে। এখানেও ঘটনার একটি অংশ এক জায়গায়, সেই ঘটনারই বাকি অংশ অন্য জায়গায় আলোচনা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি নিজেই সূরা আরাফ ও সূরা তোয়াহার আলোচিত আয়াতগুলো পাঠ করলে বুঝতে পারবেন। কারণ হলো, কুরআন কারিম কর্তৃক এই ঘটনাগুলো তুলে ধরার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, এগুলো থেকে শিক্ষা ও নসিহত অর্জন করা। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শিক্ষা ও নসিহত প্রদানের জন্যে বর্ণনার এই শৈলীটিই সবচেয়ে বেশি উপকারী ও প্রভাবক। এজন্যে কুরআন কারিমের মাঝে এই বর্ণনাশৈলী নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে।

এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, কোনো জাতি বা ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআন কারিমে আলোচিত সবগুলো অংশকে সামনে রাখলেই তার ব্যাপারে সঠিক ফলাফল সংগ্রহ করা যাবে। শুধু একটি স্থানে আলোচিত ঘটনার ভিত্তিতে কোনো ফলাফল বের করলে, আর সে আলোকে সিদ্ধান্ত নিলে কখনই যথার্থ হবে না। কেউ এমন কাজ করলে তার ফলাফল কুরআন কারিমের বর্ণনার বিপরীত অবস্থানে চলে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

এই জরুরি বিশ্লেষণ বোঝার পর আসুন, এবার আমরা উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসির অধ্যয়ন করি।

১. ইমাম মুজতাহিদ হাফেয ইবনে জরির তবারি [মৃত ৩১০ হি.] এর তাফসির

يقول تعالى ذكره:(وَمَا أَعْجَلَـكَ) وأي شيء أعجلـك(عَـنْ قَوْمِـكَ يَامُوسَى) فتقدمتهم وخلفتهم وراءك، ولم تكن معهـم؟ (قَـالَ هُـمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي) يقول: قومي على أثري يلحقون بي (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) يقول وعجلت أنا فسبقتهم ربّ كيما ترضى عني.

وإنما قال الله تعالى ذكره لموسى: (وَمَا أَعْجَلَكَ عَـنْ قَوْمِـكَ)؛ لأنـه

جلّ ثناؤه، فيما بلغنا، حين نجاه وبني إسرائيل من فرعون وقومه، وقطع بهم البحر، وعدهم جانب الطور الأيمن، فتعجل موسى إلى ربه، وأقام هارون في بني إسرائيل يسير بهم على أثر موسى.

{ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ الخ)

يقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى: فإنا يا موسى قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل، وذلك كان فتنتهم من بعد موسى. ويعني بقوله(مِنْ بَعْدِكَ) من بعد فراقك إياهم، يقول الله تبارك وتعالى(وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ) وكان إضلال السامريّ إياهم دعاءه إياهم إلى عبادة العجل. (جامع البيان عن تاويل آي القرآن، ج: ٩، صـ: ٢٤٣-٢٤٤)

২. ইমাম বাগাভি [মৃত ৫১৬ হি.] এর তাফসির

{ وَمَا أَعْجَلَكَ } أي: وما حملك على العجلة، { عَنْ قَوْمِكَ } وذلك أن موسى اختار من قومه سبعين رجلا حتى يذهبوا معه إلى الطور، ليأخذوا التوراة، فسار بهم ثم عجل موسى من بينهم شوقا إلى ربه عز وجل، وخلف السبعين، وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل، فقال الله تعالى له: { وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى } { قَالَ } مجيبا لربه تعالى: { هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي } أي: هم بالقرب مني يأتون من بعدي، { وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى } لتزداد رضا. { قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ } أي: ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون، وكانوا ستمائة ألف، فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفا { مِنْ بَعْدِكَ } أي: من بعد انطلاقك إلى الجبل .

{ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ } أي: دعاهم وصرفهم إلى ١٣/ب عبادة العجل وأضافه إلى السامري لأنهم ضلوا بسببه. (معالم التنزيل ، ج ٣، صـ: ٢٧١)

৩. ইমাম আবু আবদুল্লাহ কুরতুবি [মৃত ৬৭১ হি.] এর তাফসির

{وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى} أي ما حملك على أن تسبقهم. قيل : عنى بالقوم جميع بني إسرائيل ؛ فعلى هذا قيل : استخلف هارون على بني إسرائيل ، وخرج معه بسبعين رجلا للميقات فقوله : {قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي} ليس يريد أنهم يسيرون خلفه متوجهين إليه ، بل أراد أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم. وقيل : لا بل كان أمر هارون بأن يتبع في بني إسرائيل أثره ويلتحقوا به.

وقال قوم : أراد بالقوم السبعين الذين اختارهم ، وكان موسى لما قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله..... فلما وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى : {وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى} فبقي صلى الله عليه وسلم متحيرا عن الجواب وكنى عنه بقوله : {هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي} وإنما سأله السبب الذي أعجله يقوله {مَا} فأخبر عن مجيئهم بالأثر. ثم قال : {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} فكنى عن ذكر الشوق وصدقه إلى ابتغاء الرضا..... وقال ابن عباس : كان الله عالما ولكن قال : {وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ} رحمة لموسى ، وإكراما له بهذا القول ، وتسكينا لقلبه ، ورقة عليه ؛ فقال مجيبا لربه : {هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي}..... {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} ، أي : أ عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى..... قوله تعالى

: {قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ} أي اختبرناهم وامتحناهم بأن يستدلوا على الله عز وجل. {وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ} أي دعاهم إلى الضلالة أو هو سببها. وقيل : فتناهم ألقيناهم في الفتنة : أي زينا لهم عبادة العجل ؛ ولهذا قال موسى : {إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ} (الجامع لأحكام القرآن ، ج: ١١، صـ : ٢٣٢-٢٣٣)

৪. ইমাম ইবনে কাসির [মৃত ৭৭৪ হি.] এর তাফসির

لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون، و**{أَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }** [الأعراف: ١٣٨ ، ١٣٩] وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها له عشرًا، فتمت أربعين ليلة، أي: يصومها ليلا ونهارًا..... فسارع موسى عليه السلام مبادرًا إلى الطور، واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى: **{ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي }** أي: قادمون ينزلون قريبًا من الطور، **{ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى }** أي: لتزداد عني رضا ، **{ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ }** أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل، وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري .

ইমাম ইবনে জরির তবারি, ইমাম বাগাভি, ইমাম কুরতুবি ও ইমাম ইবনে কাসির রহ.– এঁরা শুধু তাফসির শাস্ত্রেরই ইমাম নন; হাদিস, ফেকাহ সহ শরিয়তের অন্যান্য শাস্ত্রগুলোতেও তাঁদেরকে ইমাম মনে করা হয়। এই চার ইমামের কিতাবাদি থেকে আলোচিত আয়াতের যেই তাফসির এখানে তুলে ধরা হলো, তা গভীরভাবে পড়ে দেখুন। বলুন, তাঁদের এই

তাফসির থেকে এমন কথা কি আকার-ইঙ্গিতেও বুঝে আসে যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত ছেড়ে দিয়ে ইবাদতের জন্যে তূর পাহাড়ে গমন করার কারণেই কি বনি ইসরাঈল গুমরাহ হয়েছিল?

এই মহান ইমামদের প্রত্যেকেই **وَمَا أَعْجَلَكَ** বাক্যের ما শব্দটিকে استفهام عن سبب العجلة এর স্থলে استفهام انكاري এর অর্থে ধরেছেন। কারণ এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, এখানে প্রশ্ন করছেন মহান আল্লাহ। যিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে প্রশ্ন করবেন, এটা অবান্তর। তিনি অবশ্যই প্রশ্ন করেছেন, ঘটনা সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করতে। যেমন, সাইয়্যেদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, তিনি যখন নিবেদন করেছিলেন, أرني كيف تحيي الموتى — আমাকে দেখান, কীভাবে আপনি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করেন? এর উত্তরে আল্লাহ প্রশ্ন করেছিলেন, أو لم تؤمن ।

তদ্রূপ **قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا** বাক্যের মাঝে فا বর্ণটি এসেছে تعقيب ذكري এর অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতা ও তাওরাত কিতাব প্রদানের পর তাঁকে এ সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন যে, 'আমি আপনার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি। যে পরীক্ষায় তারা অকৃতকার্য হয়ে সামেরির প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়েছে।

৫. আল্লামা কাযি বাইদাবি [মৃত ৬৯১ বা ৬৮৫ হি.] এর তাফসির

{ وما أعجلك عن قومك يا موسى } سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة في نفسها انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإنكار لأنه أهم { قال } موسى { هم أولاء على أثري } أي ما تقدمتهم إلا بخطى يسيرة لا يعتد بها عادة وليس بيني وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم بعضا { وعجلت إليك رب لترضى } فإن المسارعة إلى امتثال أمرك والوفاء بعهدك توجب مرضاتك .

শায়খ যাদাহ তাঁর حاشية على التفسير للبيضاوي গ্রন্থে কাযি সাহেবের ভাষ্য বিশ্লেষণ করে লিখেছেন,

والجواب بقوله : (هُمْ أُولَآء عَلَى أَثَرِيْ) لا يطابقه ظاهرًا أشار إلى الجواب عنه يقوله : سؤال عن سبب العجلة بتضمن إنكارها، يعني : أنه لما تضمن الإنكار، قدم العذر عما أنكر عليه فابتدأ به لكون الاعتذار عنه أهم بلنسبة إلى بيان السبب، (قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ بِنْ بَعْدِك" : ابتليناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بينهم وهم الذين خلفهم مع هارون وكانوا ستمائة ألف ما نجا من عبادة العجل منهم إلا اثنا عشر ألفا) في حاشية شيخ زاده : "ابتليناهم بعبادة العجل"، يعني أن المراد بالفتنة المحنة التى فيها شدائد والبلايا، والمعنى ألقينا قومك الذين خلفتهم مع هارون في محنة وفتنة بعبادة العجل ، وخلقنا فيهم الكفر والضلال لسوء اختيارهم وميلهم إلى جانب التقليد والهوى، وعدم اتباعهم الدلائل القاطعة التي أقامها صاحب المعجزات القاهرة . (وأضلهم السامريّ) باتخاذ العجل والدعاء إلى عبادته (حاشيه شيخ زاده : وأسند الإضلال إلى السامري؛ لأنه كان سبب ضلالهم حيث اتخذ لهم العجل ودعاهم إلى عبادته، وقال : هذا إلهكم وآله موسى، والإلا لم يملك أحد إضلال أحد، وأسند الفتن إلى نفسه؛ لأنه خالق الأعيان والأعراض بأسرها) (تفسير القاضي البيضاوى مع حاشية شيخ زاده، ج ٣، ص ٣٢٨)

শায়খযাদার দাগকাঁটা অংশটি পড়ুন। এরপর বলুন, বনি ইসরাঈল কেন গুমরাহিতে লিপ্ত হয়েছিল? তারা কি তাদের প্রত্যয়হীনতার মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে কুফর ও গুমরাহিতে লিপ্ত হয়েছিল, না-কি হযরত মুসা

আলাইহিস সালামের দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিয়ে ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার কারণে গুমরাহির এই শেকল গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছিল?

৬. আবু সাঊদ আম্মাদি [মৃত ৯৮২ হি.] এর তাফসির

{وما أعجلك عن قومك يا موسى} حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه الصلاة و السلام من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة أي وقلنا له أي شئ أعجلك منفردا عن قومك وهذا كما ترى سؤال عن سبب تقدمه على النقباء مسوق لإنكار انفراده عنهم لما في ذلك بحسب الظاهر من مخايل إغفالهم وعدم الاعتداد بهم مع كونه مأمورا باستصحابهم وإحضارهم معه لا لإنكار نفس العجلة الصادرة عنه عليه الصلاة و السلام لكونها نقيصة منافية للحزم اللائق بأولي العزم ولذلك أجاب عليهالصلاة والسلام بنفي الانفراد المنافي للاستصحاب والمعية حيث.

{قال هم اولاء على أثري} يعني أنهم معي وإنما سبقتهم بخطا يسيرة ظننت انها لا تخل بالمعية ولا تقدح في الاستصحاب فإن ذلك مما لا يعتد به فيما بين الرفقة أصلا وبعد ما ذكر عليه الصلاة و السلام أن تقدمه ذلك ليس لأمر منكر ذكر أنه لأمر مرضي حيث قال : {وعجلت إليك رب لترضى} عني بمسارعتي إلى الامتثال بأمرك واعتنائي بالوفاء بعهدك وزيادة {رب} لمزيد الضراعة والابتهال رغبة في قبول العذر.

{ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ الخ}

قال استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية اعتذاره عليه الصلاة و السلام وهو السر في وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغيبة لما أن المقدر فيما سبق من الموضعين على صيغة التكلم كأنه قيل من جهة السامعين فماذا قال له ربه حينئذ؟ فقيل : قال : {فإنا قد فتنا قومك من بعدك}، أي : ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بينهم وهم الذين خلقهم مع هارون عليه الصلاة و السلام وكانوا ستمائة ألف ما نجا منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفا والفاء لترتيب الإخبار بما ذكر من الابتلاء على إخبار موسى عليه الصلاة و السلام بعجلته لكن لا لأن الإخبار بها سبب موجب للإخبار به بل لما بينهما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الآخر من حيث إن مدار الابتلاء المذكور عجلة القوم فإنه روى أنهم أقاموا على ما وصى به موسى عليه الصلاة و السلام عشرين ليلة بعد ذهابه فحسبوها مع أيامها أربعين وقالوا قد أكملنا العدة وليس من موسى عليه الصلاة و السلام عين ولا أثر {وأضلهم السامري} حيث كان هو المدبر في الفتنة فقال لهم إنما أخلف موسى عليه الصلاة و السلام ميعادكم لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم فكان من أمر العجل ما كان فاخبره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه عليه الصلاة و السلام إما باعتبار تحققها في علمه تعالى ومشيئته وإما بطريق التعبير عن المتوقع بالواقع.. ألخ. (تفسير أبي السعود : ٣٣\٦)

আমাদের পাঠ্যক্রমের মাঝে তাফসিরে জালালাইন নামে একটি তাফসিরগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমি জালালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ

মাহাল্লি সুয়ুতি [মৃত ৮৬৪ হি.] রচিত দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসির ও তৎসংলগ্ন আলোচনা নকল করে কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে তাফসিরের এই অধ্যায়ের ইতি টানছি।

৭. জালালাইনের তাফসির

(وَمَآ أعجلك .الخ) : في الخطيب : ولما أمر الله تعالى موسى عليه السلام بحضور الميقات مع قوم مخصوصين وهم السبعون الذين اختارهم الله تعالى من جملة بني إسرائيل ليذهبوا معه إلى الطور لأجل أن يأخذوا التوراة ، فسار بهم موسى ، ثم عجل من بينهم شوقاً إلى ربه وخلفهم ورائه وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل ، فقال تعالى له : مآ أعجلك .. الخ قال هم اولآء على أثرى"، أي : بالقرب منى ياتون "على أثري" وعجلت إليك رب لترضى" عنّى أي : زيادة على رضاك، وقبل الجواب أتى الاعتذار بحسب ظنه وتخلف المظنون وقوله : "وبحسب ظنه" أي : ظن أن الكل لحقوه وتبعوه وجاء وا على أثرى، وقوله : "وتخلف المظنون" : وهو أنهم لم يخرجوا ولم يتبعوه، فقوله: "هم أُولآء على أثري"، أي : بحسب ظنه، وفي الواقع ليس كذلك، وقوله : "كما قال " علة لقوله : "وتخلف المظنون" وما مصدرية، أي : ودليل تخلف المظنون، من الجمل ، "فإنا قد فتنا قومك"، الظاهر من ضنع المفسير أن المراد من قومك اللاحق هم الذين عنى بما قبله من أصل أن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى وأنهم تخلفوا كلهم وشغلهم الفتنة من المجيء إلى الطور، ولكن الثابت عند غيره أن المعنى بالأول هم النقباء، والمراد بالثاني هم المتخلفون، وقوله : " فإنا قد فتنا قومك" : استيناف كلام وقصة اخرى فلذا أعاد (قال)، والفاء للتعقيب، أي : أقول لك

عقب ما ذكرنا "إنا قد فتنَّا قومك "، وقيل : إنهـا للتعليـل ، أي : لا ينبغى العبد من قومك، أي : النقبـاء الـسبعين فـان القـوم الذيـن خلفتهم مع أخيك (وأضلهم السامري) فكيـف تـأمن على هـؤلاء

(جلالين، ج ٢، ص ٢٦٥ مع تعليقات جديدة)

আবদুস সালাম কাসেমি গাজিয়াবাদি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণাদি কতটুকু সঠিক?

ফতোয়ার আবেদনে কী ছিল?

নিচের মাসআলার ব্যাপারে হযরত মুফতি সাহেব কী বলেন? মাসআলা হলো, হযরত মাওলানা সাদ কান্ধলভি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার অধীনে এ কথা বয়ান করেছেন যে, মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় এ কারণে গুমরাহ হয়েছিল যে, তিনি স্বজাতিকে সঙ্গে না নিয়ে একাই তূর পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ৪০ রাত ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে পূর্বে যেই ছয় লক্ষ বনি ইসরাঈল হিদায়াতের ওপর ছিল, তাদের মধ্য হতে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল মাত্র চল্লিশ দিনের ভেতর গুমরাহ হয়ে যায়।

এবার দৃষ্টি দিই

মাওলানা সাদ কান্ধলভি ১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরি / ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ ইংরেজি ফজর নামাযের পর দিল্লির বাংলাওয়ালি মসজিদ হযরত নিযামুদ্দিনে যে বয়ান করেছিলেন, সেখানে এ শব্দও ছিল

صرف ۴۰ رات موسی علیہ السلام نے دعوت کا عمل نہیں کیا

মাওলানা আবদুস সালাম কাসেমি ফতোয়ার আবেদনপত্র থেকে এ বাক্যটি ফেলে দিয়েছিলেন। জানি না, কেন তিনি এমন কাজ করেছেন! যিনি ফতোয়ার আবেদন করবেন, তার দায়িত্ব হলো, তিনি যখন মুফতি সাহেবের কাছ থেকে মাসআলা জানতে চাইবেন, তখন অবশ্যই পরিপূর্ণ সুরতেহাল তুলে ধরবেন। মাওলানা আবদুস সালাম একজন কাসেমি। মাশাআল্লাহ। তার অবশ্যই ফতোয়াপ্রার্থীর যাবতীয় দায়িত্ব জানার ও বোঝার কথা।

ফতোয়াপ্রার্থনার পর খোদ গাজিয়াবাদি সাহেব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের উপর্যুক্ত বক্তব্য শরিয়তের আলোকে শুদ্ধ প্রমাণিত করার জন্যে নিম্নের দলিলগুলো নকল করেছেন,

(١) "قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ"، والمراد بالفتن إما الابتلاء، أو الإضلال، يعنى ابتليناهم بإظهار العجل، هل يعبدونه أم لا؟ أو أضللناهم بعبادة العجل.

فان قيل : "فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا" مرتب على قوله "عَجِلْتُ إِلَيْكَ"، والتقدير "إذا عجلت إِلَيَّ فإنَّا قد فتنّا قومك"، وهذا الكلام يقتضى كون العجلة سببًا للفتنة، إذ الفاء للسببية فما وجه هذه السببية؟ قلت : لعل وجه ذلك أن الأنبياء عليهم السلام أرسلوا لهداية الخلق بوجهين : ظاهرًا، بدعوتهم إلى الإسلام، وتعليمهم الأحكام، وباطنًا بجذبهم إلى الله عما سواه وإفاضة نور الإيمان والمعرفة في قلوبهم حتى ينشرح صدورهم للإيمان، ويروا الحق حقًا والباطل باطلاً، ولا يتم ذلك إلا عند كمال توجههم إلى الخلق بشراشرهم ، ولما كان عجلة موسى عليه السلام إلى الله تعالى مبنيًا على غلبة المحبة والشوق وسكر ذلك، انقطع عند ذلك توجه باطنه عن الأمة، فحينئذ وقع أمة في الفتنة والضلال" (مظهرى ٦\١٥٥-١٥٦)

প্রথম দলিল কি আসলেই সঠিক?

ক.

মাওলানা আবদুস সালাম কাসেমি একজন আলেম। নামের সঙ্গে 'কাসেমি' উপাধীর সংযুক্তি থেকে বুঝে আসে যে, তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠ সম্পন্ন করেছেন। তার অবশ্যই জানার কথা যে, একমাত্র সেই দলিলই 'দলিল' অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যা দাবির বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। দাবি ছিল, 'মুসা আলাইহিস সালাম ৪০

রাত দাওয়াতের আমল করেননি। স্বজাতিকে পেছনে ফেলে তিনি একাকী তূর পাহাড়ে ইবাদত-মগ্ন হয়েছিলেন। যার কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের সিংহভাগ গুমরাহ হয়ে যায়।' অথচ তাফসিরে মাযহারি গ্রন্থের লেখক কাজি সাহেবের তাফসিরের সারকথা হলো, মুসা আলাইহিস সালামের অন্তরে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বাত ও ভালোবাসা এতোটাই প্রবলভাবে উথলে উঠেছিল যে, তিনি অনেকটা আত্মনিয়ন্ত্রণহীন ও ঘোরাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর বাতেনি তাওয়াজ্জুহ উম্মত থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। নবি থেকে বাতেনি তাওয়াজ্জুহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে উম্মত ফেতনা ও গুমরাহিতে পড়ে যায়। মাওলানা গাজিয়াবাদি সাহেব নিজেই ইনসাফের দৃষ্টিতে বিচার করে বলুন, তার এ দলিল কি উক্ত দাবির স্বপক্ষে যায়?

দাবি : দাওয়াতের আমল ছেড়ে দিয়ে উম্মত থেকে আলাদা ইবাদতে মশগুল হন। যার কারণে এতোদিনের হিদায়াতপ্রাপ্ত উম্মত গুমরাহ হয়ে গেছে।

দলিল : আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আবেগ এতোটাই প্রবল হয়ে ওঠেছিল যে, তিনি ঘোরাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। যার ফলে উম্মতের ওপর থেকে বাতেনি তাওয়াজ্জুহ ছিন্ন হয়ে যায়। এ কারণে উম্মত গুমরাহ হয়।

খ.

হযরত কাযি সাহেব রহ. তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন لَعَلَّ শব্দ দিয়ে। যা নিরেট সম্ভাবনার অর্থে আসে। বাংলায় যার অর্থ, 'হয়তো' 'সম্ভবত, 'এমনও হতে পারে'। কুফানিবাসি নাহুবিদদের মতে এটি প্রশ্নবিদ্ধ ভাবের অর্থে আসে। কাজেই এ কথা বলে তিনি একটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন। পুরো বক্তব্যের কোথাও প্রত্যয় বা নিশ্চয়তা নেই। প্রশ্ন হলো, বক্তব্যদাতা নিজেই যেখানে তার বক্তব্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ী নন; সেখানে কীভাবে তার কথাকে অন্য ব্যক্তি দলিল-প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন! কেননা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানবীয় অভিরুচির ভিত্তিতে স্রেফ অনুমান ও ধারণাবশতঃ কোনো কথা বলেন, তখন সেই কথা আল্লাহ তাআলার পক্ষ

থেকে সত্যায়ন না আসা পর্যন্ত উম্মতের ক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণ হয় না। তাহলে কাযি সাহেবের এই অনিশ্চিত বক্তব্য কীভাবে দলিল-প্রমাণ হয়!

গ.

কাযি সাহেব তাঁর ওই বক্তব্য পেশ করেছিলেন প্রশ্নোত্তর আকারে। সেই উত্তরে তিনি লিখেছেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্যে দুভাবে প্রেরীত করেছেন-

১. একটি হলো যাহেরি হিদায়াত। মানুষকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত ও আহকাম শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

২. দ্বিতীয়টি হলো বাতেনি হিদায়াত। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম বাতেনি তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের যাহেরি হিদায়াত, অর্থাৎ দাওয়াত ও তা'লিমের ব্যাপারে কাযি সাহেব কোনো কথা বলেননি। কেমনযেন তিনি বলতে চেয়েছেন, মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াত ও তা'লিমের কাজটি সুচারুরূপে পুরোপুরি পালন করেছেন। দ্বিতীয় কাজটিতে অর্থাৎ বাতেনি হিদায়াতের কাজটি আল্লাহর ভালোবাসার প্রবল আবেগে তাঁর ঘোরাচ্ছন্ন আত্মহারা হওয়ার কারণে বিঘ্নিত হয়েছিল। যার ফলে তাঁর জাতি গুমরাহ হয়ে যায়। এ বিবরণ থেকে পরিস্কার বুঝে আসে যে, গাজিয়াবাদির এ দলিল তার দাবির পক্ষে যায় না; বরং এটি দাবির একাংশের পরিস্কার বিপরীত। কেননা দাবির প্রথম অংশ ছিলো, 'মুসা আলাইহিস সালাম ৪০ রাত দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করেননি।' কাজে সাহেব কিন্তু এই যাহেরি হিদায়াতের ব্যাপারে চুপ ছিলেন। যার থেকে বুঝে আসে যে, তিনি ওই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন।

৩. হযরত কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি রহ. দ্বীনি ইলম বিশেষত হাদিস, ফেকাহ, কালাম ও তাসাওউফে তাঁর সমকালের একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তবে তাঁর এই সুফিয়ানা কথা ولما كان عجلة موسى عليه السلام إلى الله تعالى مبنيًا على غلبة المحبة والشوق وسكر ذلك، অর্থাৎ কাযি সাহেবের বক্তব্যানুসারে 'বাতেনি তাওয়াজ্জুহ-ও নবুওয়াত ও রিসালাতের অন্যতম দায়িত্ব। মুসা আলাইহিস সালামের ওপর আল্লাহর ভালোবাসার ভাবাবেগ

এক ধরনের আচ্ছন্ন আত্মহারা ভাব সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে তিনি ওই সময় রিসালাতের দায়িত্বের এ অংশটি পালন করতে পারেননি।' এ জাতীয় কথা আমাদের মতো বাতেনি হাকিকত সম্পর্কে অনবগতদের কাছে খটকা সৃষ্টি করে যে, রিসালাতের সময়কালে কোনো রাসূলের ওপর এমন কোনো আবেগ কি ভর করতে পারে, যা তার রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটাবে! কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এমন সব প্রতিবন্ধক থেকে সুরক্ষিত থাকেন, যা তাঁদের রিসালাত প্রচারের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

৪. দাবির পক্ষে এই দলিল নকল করার সময়ও সততা ও স্বচ্ছতার প্রতি খুব একটা লক্ষ্য রাখা হয়নি। আমরা যে ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছি, সেই ঘটনা সম্পর্কিত আয়াতের তাফসির পেশ করার সময় কাযি সাহেব রহ. তাফসিরের শুরুতে ও শেষে সংক্ষিপ্ত বাক্যে এমন কিছু কথা তুলে ধরেছেন, যা ঘটনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে। কথাগুলো হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মর্যাদার সঙ্গেও যথোপযুক্ত। যদিও গাজিয়াবাদি সাহেব কথাগুলো এড়িয়ে গেছেন; কিন্তু আমরা তা এখানে তুলে ধরছি।

{ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى } خطاب لموسى معطوف على الخطاب لبني اسرائيل "قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ الخ."، "وَمَآ أَعْجَلَكَ عَنْ قَومِكَ يٰمُوسٰى"، قال الغوي : أي: وما حملك على العجلة، { عَنْ قَوْمِكَ } وذلك أن موسى اختار من قومه سبعين رجلا حتى يذهبوا معه إلى الطور، ليأخذوا التوراة، فسار بهم ثم عجل موسى من بينهم شوقا إلى ربه عز وجل، وخلف السبعين، وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل، فقال الله تعالى له: { وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى } قلت : وهذا سوال تقرير كما يسئل المحبوب من المحب حين يراه في غاية المحبة والشوق كى يذكر شوقه، لكن فيه مظنة انكار بما فيه من ترك موافقة الرفقة، فأجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإنكار لكونه أهم ، (قَالَ) موسى (هُمُ أُولآءِ عَلىٰ أَثَرِي)،

يعني : ما تقدمتهم الا بخطىٰ يسيرة لا يعتد بها عادة وليس بيني وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم بعضًا، "وَعَجِلْتُ" معطوف على قوله "هُمُ أُولآء"، أو حال بتقدير قد، "إِلَيكَ" أي : إلى مقام كرامتك والمكان الذى وعدتنى لتجلياتك علىّ وكلامك منى ....، "لِتَرْضَى" ، قيل : يعنى : لأن المسارعة إلى امتثال أمرك والوفاء بعهدك أوجب لازدياد مرضاتك، قلت : بل معنى "لترضٰى" لغاية محبتك واشتغال الشوق إلى لقاءك واستماع كلامك كما هو مقتضى اقتراب وقت لقاء المحبوب، وذلك الشوق والمحبة يقتضى مرضاتك،..... وجاز أن يكون الكلام في الأية أنه قال الله تعالى بعد ما أنجز وعده وأعطاه التوراة ارجع إلى قومه (قومك) فإنا قد فتنا قومك. (تفسير مظهرى، ج ٢، ص ١٥٥-١٥٦)

গাজিয়াবাদি সাহেব তার দলিলে وجاز أن "قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَك" এবং يكون الكلام الخ এর মধ্যবর্তী ইবারতটুকু তুলে ধরেছেন; অথচ তাফসিরের যেই কথাটি নকল করা ও মনোযোগ দেওয়ার সবচেয়ে বেশি দাবিদার ছিল, তিনি কৌশলে তা এড়িয়ে গেছেন। والله هو المستعان।

দ্বিতীয় দলিলটি কতটুকু সত্য?

তিনি তাফসিরে বায়যাভির এই ইবারত দ্বিতীয় দলিল হিসেবে পেশ করেছেন,

(٢) (وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَومِكَ يٰمُوْسٰى) سوال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة في نفسها الضم إليها إغفال القوم" (تفسير البيضاوي ٣٥\٤)

জনাব গাজিয়াবাদি এই দ্বিতীয় দলিল পেশ করে এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি সাহেব হযরত মুসা আলাইহি সালাম সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা সঠিক। তিনি প্রমাণ হিসেবে তাফসিরে বাইদাবির এই উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন।

মাওলানা সাদ সাহেব দাওয়াতের গুরুত্ব বয়ান করে বলেছিলেন, 'দাওয়াতের কাজ ত্যাগ করা— এটি উম্মতের গুমরাহির নিশ্চিত কারণ'। (হুবহু এ শব্দেই বলেছেন)। তিনি তার এ কথা প্রমাণিত করার জন্যে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ওই ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন। মাওলানা সাহেবের এ কথার দুটি অংশ রয়েছে–

১. মুসা আলাইহিস সালাম ৪০ রাত দাওয়াতের আমল করেননি।

২. মুসা আলাইহিস সালাম ৪০ রাত ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন।

এ দুটি বিষয়ই বনি ইসরাঈলের গুমরাহির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এবার বলুন, কাযি বাইযাবি রহ. এর ওই তাফসির থেকে মুসা আলাইহিস সালামের এ দু'টি কাজ ও এর পরিণতিতে গোটা সম্প্রদায়ের গুমরাহি কীভাবে প্রমাণিত হয়? আপনি যে দুটি দাবির পক্ষে এ ইবারত (লেখা) প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন, তার কোনটি প্রমাণিত হয়? আমরা বইয়ের শুরুতে আলোচিত আয়াত সম্পর্কে কাযি সাহেবের পুরো

লেখা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'হাশিয়ায়ে শায়খযাদা' থেকে পুরো ব্যাখ্যা নকল করেছিলাম। আপনি আরেকবার তা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন, পুরো বিষয়টি আপনার কাছে স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠবে।

তৃতীয় দলিল

আপনি দাবির পক্ষে তৃতীয় দলিল হিসেবে শায়খ মারাগির একটি ইবারত নকল করেছেন। এ দলিলও প্রথম দুটি দলিলের মতো দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

চতুর্থ দলিল

বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ মিসরি গবেষক শায়খ আবু যাহরাহ রহ. এর তাফসির থেকে আলোচিত প্রসঙ্গে যেই দলিল এনেছেন, সেখানে গাজিয়াবাদি সাহেব মারাত্মক চাতুর্য্যের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি লেখকের কথা থেকে আগের অংশ ও পরের অংশ ফেলে দিয়ে মধ্যবর্তী একটি বাক্য তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সেই লেখাটির এমন ব্যাখ্যা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, যা স্রেফ তার নিজের চিন্তা ও মনোভাবের সঙ্গে খাপ খায়; অথচ লেখক আদৌ তা বলেননি, আদৌ তা বোঝাননি। যারা বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত নন, তাদের তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, শায়খ আবু যাহরা রহ. অনেক আগ থেকেই এ ধরনের কথা বলে আসছেন এবং একই মানসিকতা লালন করে আসছেন। আমরা পাঠকবর্গের সামনে শায়খ আবু যাহরা রহ. এর পুরো লেখা তুলে ধরছি। এর মাধ্যমে বিদগ্ধ পাঠক ও উলামায়ে কেরাম পরিস্কার জানতে পারবেন যে, জনাব গাজিয়াবাদি সাহেব কতটুকু স্বচ্ছতার সঙ্গে জ্ঞানচর্চার আমানত রক্ষা করেছেন! মূল ইবারত পড়ে দেখুন,

أول صدمة لموسى الكليم فتنة العجل، ذهب موسى إلى جانب الطور الأيمن كما وعده ربه ليتلقى التوراة، وذهب فرحًا عجلًا؛ لأنه على شوق لمخاطبة ربه، ولأن المسارعة إلى وعد الحبيب ترضيه وترضى

نفسه، وفي غيبة موسى عن قومه لم يكن وقتا طويلا ، فتن بنو إسرائيل بعبادة العجل، وربما يكون موضع عتب بهذه المسارعة ، لما اقترن بغيبته، وكل شيء بإرادة الله ولكن على المرشد الهادي أن يراقب النفوس وموضع ضعفها، وموضع الضعف عند الإسرائيليين هو معاشرتهم لأهل فرعون، هو اتباعهم طريق هؤلاء في أوهامهم وعاداتهم وتقاليدهم.

قال الله تعالى لكليمه، وقد جاء مسارعا إليه في موعده :

{ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى ○ قَالَ هُمْ أُولاء عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ○}

"الواو" وصلت ما بعدها بما قبلها لكمال السياق، ولبيان أن الفتنة جاءت بعد الإنعام بالإنجاء وتنزيل المن والسلوى والمواعدة على خطاب الله تعالى لموسى، وهذا فيه تقريب لما يقع منهم من بعد؛ إذ قرنوا تلك النعم السامية بالكفر لا بالشك، وبذلك يتصور القارئ ما يسكون منهم .

كان موسى عليه السلام قد خرج من قومه بمن يمثلونهم، وهم السبعون المختارون الذين يمثلون أسباطهم، ولكنه ككل رئيس قد يسبق من معه يتعرف أمر اللقاء ولأنه في شوق للأنس بكلام ربه ولأنه يرى أن الله تعالى سيخاطبه بشرائع قد بعث بها .

سبقهم إلى الموعد، ولكن الله تعالى قدر ميقاتا محدّد الابتداء والانتهاء لمصلحة قدرها ولم يكن تقديره لغير أمر قدره سبحانه، وإن لبث موسى في قومه قد قدر الله فيه دفع ضرر، والله لا يخلف

الميعاد، وكل شيء بقضاء الله وبتقديره وفي علمه المكنون، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون .

عتب الله تعالى على كليمه المختار تعجله في ذاته، وعتب عليه أن سبق قومه وتركهم، وهم يحتاجون إلى رعايته ومراقبة خواطرهم ببصيرته، وهم قريبو عهد بمعاشرة الفاسقين .

عتب الله تعالى على كليمة هذا، وكان على موسى أن يعتذر عما كان منه، والله عليم بذات الصدور، قال : {هُمُ أُولآءِ عَلَى أَثْرِيُ} أشار إليهم، ولم يأت بـ "كاف" الخطاب تأدبا مع الله ، ولأنه سبحانه العليم، فلا يحتاج إلى تنبيه بها؛ إذ هو يخاطب العليم الخبير، ومعنى {أُولآءِ عَلَى أَثْرِي} أنهم على مقربة مني، ولا يضلون الطريق؛ لأنهم ورائي، ثم قال معتذرًا عن تعجله : {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى}، أي كان الدافع على عجلي إليك محاولتي إرضاءك حاسبا أن المسارعة إليك ترضيك، وقال كلمتين تقربا إليه سبحانه ومشيرا بهما إلى رغبة في ذلك التعجيل وهو أنسا بكلامه معه .

الكلمة الأولى هو {إِلَيْكَ}، أي عجلتي كانت إليك، وأنت القريب إلى نفسي آنس بكلامك، والكلمة الثانية هي {رَبِّ} أي القائم على نفسي ، ومن صنعتني على عينك؛ فإني أسارع إلى من صنعني على عينه جل جلاله .

وقد نبهه سبحانه إلى مغبَّة تعجله ، فقال عز من قائل :

{ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ الخ}

فاعل {قال} هو الضمير العائد على الله جلت قدرته، والفاء للسببية، أي بسبب غيبتك وعدم قيامك بحق الرقابة النفسية

عليهم التي مكناك منها، {قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ} أي اختبرناهم لتتبين مقدار إراداتهم وعقولهم ومداركهم، وأضاف الاختبار الذي سماه "فتنة" إلى نفسه، وهو العليم بكل شيء قبل وقوعه، وبعد وقوعه، فالأزمان تكون بالنسبة للناس لَا بالنسبة للذات العلية .

وعبر سبحانه فقال : {قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ} أضاف القوم إليه استحثاثا لهمته، وقوة في عتابه، أي أنهم قومه الذي جاء لإخراجهم من طغواء فرعون، ولكن لم يزل الأثر المسمى في عقولهم، فطغى بتعاليمه عليهم نفسيا وإن خلعوا الربقة وأزالوا رق الأجساد، فلم يزيلوا رق النفوس، ولقد قال تعالى : {وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ}، أي أوقعهم في الضلال، والسامري شخص انتقل معهم من مصر، كان يجيد النحت والتصوير، ولم ينص على أنه من الإسرائيليين أو أهل مصر الأصليين، ويغلب على الظن أنه إسرائيلي اندمج مع المصريين وعرف صناعاتهم، وقيل : إنه كان هنديا يعبد البقر، ثم اعتنق ديانة بني إسرائيل . (زهرة التفاسير، تفسير سورة طه : صـ : ٤٦٥-٤٧٦٧)

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দলিলের বিশ্লেষণ

এই পঞ্চম দলিল তাফসিরে কাসেমি থেকে সংগৃহীত। যার সারাংশ হল, وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى এই প্রশ্নের মাধ্যমে আলেমুল গায়ব মহান আল্লাহ মূলত মুসা আলাইহিস সালামকে সফরের শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। এই তাফসির ইমাম ইবনুল মুনির মালেকি রহ. রচিত تفسير الانتصاف থেকে সংগৃহীত। আল্লামা আলুসি রহ. রুহুল মাআনির মাঝে সেটি নকল করে তার ওপর নিরীক্ষণ করেছেন যে, এ ব্যাখ্যা বাস্তবতাশ্রিত নয়। যাই হোক, আলোচিত প্রসঙ্গের সঙ্গেও এ তাফসিরের কোনো সম্পর্ক নেই।

গাজিয়াবাদি সাহেব তাফসিরে তাবারি ও তাফসিরে রাযি থেকে যথাক্রমে যেই ষষ্ঠ ও সপ্তম দলিল দিয়েছেন, সেগুলোরও একই অবস্থা। ওই দুটি তাফসিরগ্রন্থের লেখা থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে শুধু এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'আপনি স্বজাতিকে পেছনে ফেলে অগ্রসর হয়েছেন কেন?' এ কথা স্পষ্ট যে, শুধু এতটুকু কথা থেকে মাওলানা সাদ সাহেবের কথার শুদ্ধতা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না।

অষ্টম দলিল কতুটুকু সঠিক

এই দলিলে তিনি ইমাম মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি রহ. এর দিকে সম্বন্ধিত তাফসিরুল কুরআন কিতাবের একটি দীর্ঘ লেখা নকল করেছেন। মাওলানা গাজিয়াবাদি অবশ্যই এ কথা জানেন যে,

১. ইবনে আরাবির ব্যক্তিত্ব নিয়ে অনেক তর্ক আছে।

২. এ তাফসিরগ্রন্থ তার রচিত কি-না, এটিও প্রশ্নবিদ্ধ।

ডক্টর মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবি التفسير والمفسرون গ্রন্থে অনেকগুলো গ্রহণযোগ্য দলিলের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত করেছেন যে, এই তাফসিরগ্রন্থটি শায়খ ইবনে আরাবির রচনা নয়; বরং আবদুর রাজ্জাক কাশানি সুফি নামের এক লোকের রচনা। মানুষের কাছে বেশি প্রচার পাওয়ার আশায় ইবনে আরাবির দিকে বইটির রচনা সম্বন্ধিত করা হয়েছে। আর কাশানির ব্যাপারে সাইয়্যেদ রশিদ রেযা লিখেছেন, 'এ লোকটি বাতেনি ফেরকার দলভুক্ত ছিল।' যদিও ডক্টর মুহাম্মদ হুসাইন যাবাভি এ অভিমতকে শুদ্ধ মনে করেন না। মোটকথা, এই তাফসিরগ্রন্থটি হযরত সুফিয়ানে কেরামের তাফসিরে ইশারির শ্রেণিভুক্ত গ্রন্থ। আর আমরা পূর্বেই জানিয়েছি যে, আকিদা ও আহকামের ক্ষেত্রে তাফসিরে ইশারি শ্রেণির তাফসির দলিলযোগ্য নয়। কেননা এই তাফসিরগ্রন্থগুলো শব্দের বাতেনি অর্থ ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রচিত হয়ে থাকে। অথচ ইসলামি আকিদা ও আহকাম উদ্ভূত হয় কুরআন-হাদিসের যাহেরি নস (আসমানি ভাষ্য) থেকে। মাওলানা গাজিয়াবাদি সাহেব যদি আলোচিত মাসআলায় এ কিতাবের উদ্ধৃতি না দিতেন, সেটাই তার জন্যে উত্তম হতো। আর তিনি করবেনই বা কি, তার কাছে তো তাফসির শাস্ত্রের পূর্ববর্তী ইমামদের গ্রহণযোগ্য কিতাবাদির তুলনায় ইবনে আরাবির দিকে সম্বন্ধিত, ইবনে আশুর, মারাগি, কাসেমি অর্থাৎ নতুন যুগের মুফাসসিরদের লেখা বইপত্রই অধিক প্রিয়।

এতটুকু লেখার পর গাজিয়াবাদি সাহেব উরদূ ভাষায় রচিত বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থ থেকে উল্লেখিত ঘটনার স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন। উরদূ তাফসিরের মধ্য হতে প্রথম দলিল দিয়েছেন তাফসিরে মাযহারি থেকে। ফতোয়ার শুরুতে যেই ইবারত তিনি তাফসিরে মাযহারির আরবি সংস্করণ থেকে তুলে ধরেছিলেন, সেটিরই উরদূ অনুবাদ জুড়ে দিয়েছেন। আজ বুঝতে পারলাম, কোনো বইয়ের অনুবাদও স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা রাখে! এই নতুন আবিস্কার আমাদেরকে অবহিত করার জন্যে আমরা মাওলানার কাছে কৃতজ্ঞ!

এই অনুবাদ নকল করার পর তিনি লিখেছেন, 'একই তাফসির রুহুল মাআনির ১৬ নম্বর খণ্ডের ২৪১ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে।' এ কথা সঠিক যে, আল্লামা আলুসি রহ. তাফসিরে রুহুল মাআনির মাঝে আয়াতের যাহেরি দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসির সম্পন্ন করার পর التفسير من باب الإشارة শিরোনামের অধীনে প্রচুর তাফসিরে ইশারি বয়ান করেছেন। গাজিয়াবাদি সাহেব তাফসিরে মাযহারি উরদূর উদ্ধৃতিতে যেই তাফসির পেশ করেছেন, রুহুল মাআনির কোথাও আমরা তার অস্তিত্ব পাইনি। এই উদ্ধৃতি তিনি সম্ভবত রুহুল মাআনি না দেখেই দিয়েছেন। জ্ঞানগবেষণার ক্ষেত্রে এ ধরনের আচরণ ব্যক্তিকে অগ্রহণযোগ্য বানিয়ে দেয়।

উরদূ তাফসিরগ্রন্থসমূহ থেকে দলিল পেশ করার সময় তিনি মাআরিফুল কুরআন থেকে একটি ইবারত নকল করেছেন (হযরত মুফতি সাহেব রহ. যা রুহুল মাআনির উদ্ধৃতিতে পেশ করেছেন)। এক্ষেত্রে আমার নিবেদন হলো, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহ. রচিত মাআরিফুল কুরআন সর্বত্র সহজেই পাওয়া যায়। সেখান থেকে আপনি তাঁর পুরো লেখা পড়ে নিতে পারেন। কিন্তু রুহুল মাআনি কিতাব পর্যন্ত পৌঁছা যেহেতু সবার পক্ষে সম্ভব নয়; এজন্যে আমরা সবার উপকারিতার স্বার্থে রুহুল মাআনি থেকে আসল ইবারত তুলে ধরছি–

"وَمَا أَعْجَلَكَ الخ." حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه السلام من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة سابقا، أي وقلنا له : أي شيء عجل بك عن قومك

فتقدمت عليهم، والمراد بها هنا عند كثير -ومنهم الزمخشري- النقباء السبعون والمراد بالتعجيل تقدمه عليهم لا الاتيان قبل تمام الميعاد المضروب خلافا لبعضهم والاستفهام للانكار ويتضمن كما في الكشف انكار السبب الحامل لوجود مانع في البين وهو ايهام اغفال القوم وعدم الأعتداء بهم مع كونه عليه السلام ماموراً باستصحابهم واحضارهم معه وانكار اصل الفعل لأن العجلة نقيصة في نفسها فكيف من أولى العزم اللائق بهم مزيد الحزم. (روح المعاني، ج ١٦، ص ٢٤١)

রুহুল মাআনির ইবারতের মাঝে الكشف এর উদ্ধৃতি এসেছে। আমরা মুফতি সাহেবের লেখার সঙ্গে এই ইবারত মিলিয়ে দেখেছি যে, মাআরিফুল কুরআনের ইবারতের কিছু অংশ আলোচিত 'আল কাশফ' গ্রন্থের ইবারত থেকে অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত অংশ মুফতি সাহেব কোত্থেকে নকল করেছেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, 'আল-কাশফ' মূলত ইমাম সা'লাবির লেখা الكشف والبيان। এই গ্রন্থটি হলো ইসরাঈলি বর্ণনা ও জাল বর্ণনার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার।

সবশেষে আমি মাওলানা আবদুস সালাম কাসেমি গাজিয়াবাদি সাহেবের কাছে নিবেদন করব যে, উরদূ ভাষায় আমাদের আকাবির রহ. এর যেই তাফসিরগ্রন্থগুলো রয়েছে, যেমন হযরত থানভি রহ. এর বয়ানুল কুরআন, মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধলভি রহ. এর মাআরিফুল কুরআন, হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর তরজমাযুক্ত ফাওয়ায়েদে উসমানি ও মাওলানা মুহাম্মদ জুনাঘড়ির তরজমা ও টীকাযুক্ত আহসানুল বয়ান প্রভৃতি গ্রন্থগুলোও অধ্যয়ন করুন। আপনার জন্যে এ কিতাবগুলো খুবই উপকারী হবে। আপনার সুবিধার জন্যে মাআরিফুল কুরআন ইদরিসি থেকে আলোচিত ঘটনা সম্পর্কিত তাফসির নকল করছি। নিদেনপক্ষে এ অংশটুকু অধ্যয়ন করুন।

মাআরিফুল কুরআন (ইদরিসি) এর ইবারত

মুসা আলাইহিস সালামের তূর পাহাড় থেকে প্রত্যাবর্তন ও গোশাবক পূজার ঘটনা

قال الله تعالى : وَمَآ أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى .... إِلَيْ ..... وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.

ঘটনা হলো, যখন ফেরাউন ডুবে যায়[১] তখন বনি ইসরাঈল মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এ দাবি উত্থাপন করে যে, আমাদের জন্যে এমন কোনো জীবনবিধান বা সংবিধান প্রয়োজন, আমরা যার অনুসরণ করব। মুসা আলাইহিস সালাম তখন এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে আবেদন পেশ করেন। আল্লাহ তাআলা আবেদনে সাড়া দিয়ে তাওরাত গ্রন্থ প্রদানের অঙ্গীকার করেন যে, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কিতাব দান করব, যেখানে শরিয়াতের বিধানাবলি সন্নিবেশিত থাকবে। আল্লাহ এ হুকুমও করেছিলেন যে, সত্তরজন আলেমকে আপনার সঙ্গে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে আসবেন, যেন তারা সেই কারামতের উজ্জ্বল দৃশ্য দেখতে পায়। তখন মুসা আলাইহিস সালাম হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে, সত্তরজন আলেমকে সঙ্গে নিয়ে তূর পাহাড় অভিমুখে রওয়ানা হন। তারা যখন তূর পাহাড়ের সন্নিকটে উপনীত হন তখন মুসা আলাইহিস সালাম প্রবল ভাবাবেগে অস্থির হয়ে ওঠেন। সবাইকে পেছনে ফেলে সর্বাগ্রে পৌঁছে যান। সঙ্গীদেরকে বুঝিয়ে

[১]. এর ব্যাখ্যা হলো, তাওরাত কিতাব ফেরাউনের ডুবে মরার পর অবতীর্ণ হয়। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْأُوْلٰى بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى.

দেখুন, কিতাবুন নবুওয়াত, পৃষ্ঠা- ১৫৭

গিয়েছিলেন যে, তোমরা পাহাড়ে চলে এসো। ওই সময় আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে এ প্রশ্ন করেন,

আর হে মুসা, স্বজাতির পূর্বে দ্রুত চলে আসতে কোন জিনিস তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার, তারা আমার পেছন পেছনেই আসছে। খুব বেশি দূরে নয়। হে আমার রব, আমি আপনার দিকে দ্রুত এসেছি, যেন আপনি আমার ওপর আরো বেশি সন্তুষ্ট হোন। এজন্যে আমি প্রচণ্ড আবেগ-আগ্রহ নিয়ে দ্রুত ছুটে এসেছি যেন আমি আপনার আরো বেশি নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও সম্মান অর্জন করতে পারি। আমি নিজের বড়ত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে আপনার দিকে দ্রুত ছুটে আসিনি; রবং আপনার আরো সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এমন নয় যে, আমি আমার সম্প্রদায় থেকে গাফেল ও ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে দ্রুত ছুটে এসেছি। তারা সবাই আমার পেছন পেছন আমার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে।

আল্লাহ বলেন, হে মুসা, এই বিশেষ দলটি যদিও তোমার পেছন পেছন তোমার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে; কিন্তু তোমার সম্প্রদায় —যাদের ওপর তুমি হারুন আলাইহিস সালামকে তোমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে রেখে এসেছিলে— তারা তোমার পদচিহ্ন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলার প্রশ্ন : وَمَآ أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, মুসা আলাইহিস সালামকে ওই ফেতনা সম্পর্কে অবহিত করা, যা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। সেমতে তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তোমার সম্প্রদায়কে তোমার চলে আসার পর ফেতনা ও পরীক্ষায় ফেলেছি। আর বাহ্যিক উপকরণ হিসেবে সামেরি তাদেরকে গুমরাহ করেছে। অর্থাৎ আসল ফেতনা ও পরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। তবে সেই গুমরাহির যাহেরি কর্তা হলো সামেরি। এ লোকটি একটি গোশাবক উদ্ভাবন করে এবং বনি ইসরাঈলকে এর পূজা দিতে উৎসাহিত করে।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় নিজ ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে নসিহত করেছিলেন, এদেরকে তাওহিদ ও হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

‘সামেরি’ হল মুসা আলাইহিস সালামের উম্মতের এক মুনাফিক। লোকটি সবসময় মুসলমানদেরকে গুমরাহ করার অপচেষ্টা করতো। মুসা আলাইহিস সালামের চলে যাওয়ার পর সে সোনা-রূপার সমন্বয়ে একটি গোশাবক তৈরি করে। বনি ইসরাঈলের সামনে গোশাবকটি পেশ করে বলে, এ হলো তোমাদের উপাস্য। তখন বনি ইসরাঈল এর পূজো শুরু করে দেয়। এভাবে তারা আল্লাহর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়। মাত্র বারো হাজার ব্যতীত বাকি সবাই গোশাবক পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

সামেরির নাম ছিল, মুসা বিন যাফর। কেউ কেউ বলেন, তার নাম ছিল হারুন।

মুসা আলাইহিস সালাম সম্প্রদায় থেকে বেরুতেই সামেরি বনি ইসরাঈলকে গুমরাহ করার মিশনে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে। অবশেষে সে একটি ফেতনা দাঁড় করতে সমর্থ হয়। যেই ফিতনার জ্বালে বনি ইসরাঈল ফেঁসে যায়।...

এতোক্ষণ আমরা বিষয়টি যেভাবে বিস্তারিতভাবে পেশ করেছি, তার আলোকে খুব সহজেই এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের ওই মন্তব্য আল্লাহর মহান নবি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মর্যাদার সঙ্গে যথোপযুক্ত নয়; বরং মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের এই বক্তব্য শতভাগ ভুল। এতদসত্ত্বেও তিনি যেভাবে তার এ বক্তব্যের ওপর অবিচলতা দেখাচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে বিষয়টির জটিলতাকে বিপদজনক সীমানার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

و آخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين ، اللّٰهُمَّ أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابـه، وصـلى الله تعـالى علي نبينا وسائر الأنبياء وسلم.

পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের সমন্বয়ে
রচিত এ **‘তাবলীগ সিরিজ’** নিজেও পড়ুন,
অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন

নিযামুদ্দিন মারকায ও নেপথ্যের কিছু সত্য
সংকলক
চৌধুরি আমানত উল্লাহ
সদস্য, মজলিসে আমেলা, মাদরাসায়ে কাশেফুল উলুম
বাংলাওয়ালি মসজিদ, হযরত নিযামুদ্দিন বস্তি, দিল্লি

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে কিছু নিবেদন
সংকলক
মাওলানা যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে একটি খোলা চিঠি
সংকলক
মাওলানা যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

মাওলানা সাদ সাহেবের একটি বিতর্কিত তাফসির
সংকলক
মাওলানা হাবিবুর রহমান আযমি
উসতাযুল হাদিস, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

**মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে
দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া**

সোশাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটে কয়েক সপ্তাহ ধরে 'মাওলানা আবদুস সালাম কাসেমি গাজিয়াবাদি সমীপে ফতোয়া প্রার্থনা' নামে একটি নিউজ ভাইরাল হয়েছে। সেখানে মাওলানা সাদ কান্ধলভি সাহেবের একটি বয়ান, যা তিনি ১৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হি. / ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ ই. বাদ ফজর নিযামুদ্দিনে আলোচনা করেছিলেন। ওই বয়ানে তিনি বলেছেন,

> শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করেননি। (আমি এ কথা বুঝে-শুনে বলছি যে,) শুধু ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম দাওয়াতের আমল করেননি, ৪০ রাত মুসা আলাইহিস সালাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এই ৪০ রাতের ভেতর ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈলের সবাই সদলবলে বাছুরের ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যায়।... মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত ত্যাগ ও ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার কারণে স্বজাতি গুমরাহ হয়েছিল।...'

মাওলানা সাদ সাহেব এ বয়ান আগেও বারবার করেছেন। যার প্রেক্ষিতে কিছু আলেম বলেন, তাঁর আলোচনার দাগকাঁটা বাক্যটি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ও খোদ আল্লাহর নির্দেশের অমর্যাদা করে। কেননা মুসা আলাইহিস সালাম নিজ থেকে নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশে ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত মিক্বাতে গিয়েছিলেন। কাজেই এ কথা একজন সুমহান প্রত্যয়ী নবির মর্যাদার সঙ্গে অবমাননাকর। নবি-রাসুল আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে এ ধরনের বেয়াদবি অত্যন্ত বিপদজনক।

ভাইরাল হওয়া ওই নিউজে মাওলানা আবদুস সালাম কাসেমি গাজিয়াবাদি সমীপে প্রদত্ত ফতোয়ার আবেদন ও এর সঙ্গে মাওলানা সাদ সাহেবের সমর্থনে প্রদত্ত তাফসিরি উদ্ধৃতিগুলো যুক্ত করা হয়েছে।

আমি এ বইয়ে মুসা আলাইহিস সালামের আসল ঘটনাটি সূরা আ'রাফ ও সূরা তোয়াহার সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য তাফসিরগ্রন্থের আলোকে স্পষ্ট করেছি। এর পাশাপাশি মাওলানা আবদুস সালাম গাজিয়াবাদি সাহেব মাওলানা সাদ সাহেবের পক্ষে যে দলিলগুলো পেশ করেছেন, সেগুলোও নিরীক্ষণ করেছি। আশা করি, যারা মূল সত্য জানতে চান, তাদের জন্যে এ বই হিদায়াতের মাধ্যম হবে।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আসআদ
আশুলিয়া, ঢাকা
015 11 52 50 70

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার।
যাত্রাবাড়ি। সিলেট।
019 24 07 63 65